

আর্থিক সাক্ষরতা



সঞ্চয়

সঞ্চয় কী?

সাধারণত আয় হতে সব ধরনের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বুঝি।

সঞ্চয় কেন করা প্রয়োজন?

জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সঞ্চয় থাকাটা খুব জরুরি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের ঋণ করতে হয় বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া, জীবনের নানা টানাপোড়েনে আমাদের নিয়মিত আয়ও অনেক সময় ব্যাহত হয় (যেমন: করোনাকালে চাকরি হারিয়ে) যখন সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ক্রয় বা সন্তানের উচ্চশিক্ষার্থেও সঞ্চয়ের অর্থ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বিশেষত

- রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আকস্মিক দুর্ঘটনায় ফসলহানি, অগ্নিকাণ্ড, সংঘর্ষ ইত্যাদির কারণে
- সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন উপলক্ষে
- সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয় নির্বাহে (যেমন: বিয়ে)
- ধর্মীয় আচার পালনে
- বার্ষিক্যকালে (কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায়)
- প্রয়োজনীয় কিন্তু দামি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারিজ (ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা কৃষি কাজের উপকরণ ইত্যাদি) কিনতে
- আপৎকালীন যে কোনো ঘটনা মোকাবেলায়

সঞ্চয় যেভাবে করা যায়

জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনের আবশ্যিকীয় খরচ বা প্রয়োজনীয় ব্যয় করার পর দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা মাস শেষে টাকা জমিয়ে রেখে আমরা সঞ্চয় করতে পারি। প্রতিদিন আমরা এমন অনেক ধরনের ব্যয় করে থাকি যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যাবশ্যিকীয় মনে হলেও সেসব ব্যয় কমিয়ে আনলে আমাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ হয়। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় ব্যয় এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বলতে বিশেষতঃ ভোগের নিমিত্তে বা শখের পেছনে ব্যয় করাকে বোঝায়। এই সকল শখের বা ভোগের জিনিসগুলো বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়।

প্রয়োজনীয় ব্যয়

- নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী (চকলেট, চিপস ইত্যাদি ব্যতীত)
- বাসস্থান (বাসা ভাড়া, ইউটিলি বিল ইত্যাদি)
- জামা-কাপড় (নিত্য প্রয়োজনীয় কাপড়, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি)
- শিক্ষা (শিক্ষা উপকরণ, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ইত্যাদি)
- চিকিৎসা (যে কোনো ধরনের চিকিৎসা ব্যয়)

তিনটি সহজ উপায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে

১. **খরচ কমিয়ে:** বিবাহ-উৎসব, বিলাস ভ্রমণ বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমিয়ে।
২. **খরচ আপাতত না করে:** অত্যাবশ্যিক না হলে মটরসাইকেল, গাড়ি, স্মার্ট গ্যাজেট (নতুন ফিচার সম্পন্ন স্মার্ট ফোন বা ল্যাপটপ ইত্যাদি) গহনা, জমকালো পোশাক ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করে এবং
৩. **খরচ বাদ দিয়ে**
 - অতিরিক্ত চা পান পরিহার
 - পান/সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার
 - শরীরের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাসগত অন্যান্য দ্রব্যাদি সেবন বাদ দিয়ে
 - অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার বাদ দিয়ে
 - দামী পোশাক বা বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির পেছনে খরচ পরিহার করে

সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়?

হ্যাঁ। সঞ্চয়ের মেয়াদ যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি দিন ধরে টাকা জমানো হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে। স্বল্পমেয়াদি সঞ্চয়ের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ে লাভ তাই সবসময়ই বেশি।

আসুন সঞ্চয়ের মেয়াদ ভেদে মোট জমাসহ লাভের পরিমাণ কেমন হতে পারে সে বিষয়ে একটু ধারণা লাভ করি। ধরি একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি ২০ বছর থেকে আয় শুরু করে এবং ৬০ বছর পর্যন্ত আয় করে।

বয়স	যখন ২০	যখন ৩০	যখন ৪০
সঞ্চয়ের বছরের সংখ্যা	৪০	৩০	২০
মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকা)	১,৫০০/-	১,৫০০/-	১,৫০০/-
৬০ বছর বয়সে মোট সঞ্চয়	৭,২০,০০০/-	৫,৪০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-
৬% হারে ৬০ বছর পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত সুদ/মুনাফা	২১,৫৫,৪৪৫.২১/-	৯,২৮,৮৮৪.৭০/-	৩,২৩,৪৬৮.৬৫/-
৬০ বছর বয়সে মোট জমার পরিমাণ	২৮,৭৫,৪৪৫.২১/-	১৪,৬৮,৮৮৪.৭০/-	৬,৮৩,৪৬৮.৬৫/-